।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ।।

।। অথ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।।

ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলেছিলেন যে, কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করলেই কর্ম শুরু হয়, যা আমি বারংবার বলেছি। নিয়ত কর্মের আচরণ না করলে সুখ, সিদ্ধি বা পরমগতি কিছুই লাভ হয় না। সেইজন্য এখন তোমার জন্য কর্তব্য ও অকর্তব্যের নির্ধারণের যে, কি করা উচিত, কি নয়?— এই সম্বন্ধে শাস্ত্রই প্রমাণ। অন্য কোন শাস্ত্র নয় বরং "**ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদম্**" **(১৫/২০)**, শাস্ত্র স্বয়ং গীতা। অন্য শাস্ত্রও আছে; কিন্তু এখানে এই শাস্ত্রেরই অধ্যয়ন করুন, অন্য শাস্ত্র খুঁজবার দরকার নেই। অন্য কোথাও এই ক্রমবদ্ধতা পাওয়া যাবে না, সেইজন্য ভ্রান্ত হতে পারেন।

ষএই প্রসঙ্গে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভগবন্! যে ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে '**যজন্তে**'—যজন অর্থাৎ যজ্ঞ করেন, তাঁদের কিরূপ গতি হয়? তাঁদের সেই নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী, রাজসিক অথবা তামসিক? কারণ অর্জুন আগে শুনেছিলেন যে, সাত্ত্বিকী, রাজসিক অথবা তামসিক হোক, যতক্ষণ গুণ বিদ্যমান, ততক্ষণ কোন না কোন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতেই হয়। সেইজন্য প্রস্তুত অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ।।১।।

হে কৃষ্ণ! যাঁরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করেন, তাঁদের গতি কি হয়? তাঁদের সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসিক অথবা তামসিক? দেবতা, যক্ষ, ভূত সকলেই যজনের অর্থাৎ যজ্ঞের অন্তর্ভুত।

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।২।।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর বলেছিলেন যে, অর্জুন! এই যোগসাধনাতে নির্ধারিত ক্রিয়া একটাই। অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্তশাখাযুক্ত হয় সেইজন্য তারা অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেয়। বহিঃ শোভাময় বাণীতে তা ব্যক্তও করে। যাদের চিত্ত সেই সকল বাক্যে বিমুগ্ধ, অর্জুন! তাদের বুদ্ধিনাশ হয় না। কিছু লাভ করতে পারে না। তারই পুনরাবৃত্তি এখানেও হয়েছে যে, "**শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য**"–যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ভজনা করে, তাদের শ্রদ্ধা তিন প্রকারের।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মানুষের স্বভাবজাত শ্রদ্ধাও তিন প্রকার সাত্ত্বিকী, রাজসিক ও তামসিক, এই বিষয়ে তুমি আমার কাছে শোন। মানুষের হৃদয়ে এই শ্রদ্ধা নিরন্তর বিদ্যমান–

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।৩।।

হে ভারত! সকল মানুষের শ্রদ্ধা তাদের চিত্তবৃত্তির অনুরূপ হয়। মানুষ শ্রদ্ধালু, সেইজন্য যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হন। প্রায়ই লোকে জিজ্ঞাসা করেন–আমি কে? কেউ বলে, আমি আত্মা। কিন্তু না, এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যেরূপ শ্রদ্ধা, যেরূপ বৃত্তি, মানুষ সেইরূপই হয়।

গীতা হল যোগদর্শন। মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগী ছিলেন। তাঁর 'যোগদর্শন' গ্রন্থটি এক যোগ-বিষয়ক গ্রন্থ। যোগ কি? তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন, '**যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।' (১/২)**–চিত্তবৃত্তিসমূহকে সর্বপ্রকারে নিরুদ্ধ করাকেই যোগ বলে। কেউ পরিশ্রম করে রোধ করে নিলে, তাতে লাভ কি? '**তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।' (১/৩)**– সেই সময় এই দ্রষ্টা জীবাত্মা নিজের শাশ্বত স্বরূপে স্থিত হন। স্থিত হওযার পূর্বে তিনি কি মলিন ছিলেন? পতঞ্জলি বলেছেন– '**বৃত্তিসারুপ্যমিতরত্র।'(১/৪)**। অন্য সময় যেরূপ বৃত্তির রূপ হয়, সেইরূপই সেই দ্রষ্টা হন। এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- মানুষ শ্রদ্ধাবান্, শ্রদ্ধায় ওত-প্রোত। এক কথায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মানুষের প্রকৃতিজাত যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হন। যেরূপ বৃত্তি, মানুষ সেইরূপই হয়। এখন শ্রদ্ধার তিনটি ভেদ বলছেন–

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।৪।।

তাঁদের মধ্যে সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাগণের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করেন এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত ও প্রেতাদির পূজা করেন। তাঁরা পূজাদিতে যথেষ্ট পরিশ্রমও করেন।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।।৫।।

সেই ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোর কল্পিত (কল্পিত ক্রিয়ার রচনা করে) তপস্যার অনুষ্ঠান করে, দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত, কামনা-আসক্তি-বলান্বিত হয়ে–

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্।।৬।।

তারা দেহরূপে স্থিত ভূতসমুদায়কে এবং অন্তঃকরণস্থিত আমাকে (অন্তর্যামীকে) কৃশ করে অর্থাৎ দুর্বল করে। আত্মা প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে বিকার সমূহদ্বারা দুর্বল ও যজ্ঞ-সাধনা দ্বারা সবল হয়। সেই অবিবেকীগণ (অজ্ঞানীগণ) কে আসুরিক বুদ্ধিবিশিষ্ট বলে জানবে অর্থাৎ তারা সকলেই অসুর। প্রশ্নটি এখানেই সম্পূর্ণ হল।

শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাগণের পূজা, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করেন এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতাদির পূজা করেন। কেবল পূজাই করেন না, ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু অর্জুন! দেহরূপে স্থিত ভূতগণকে ও অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) দুর্বল করেন, আমার থেকে দূরে সরে যান, ভজনা করেন না। তাদের তুমি অসুর বলে জানবে অর্থাৎ দেবতাগণের পূজকগণও অসুর হয়। এর থেকে বেশী আর কেউ কি বলবে? অতএব এরা সকলেই যাঁর অংশমাত্র, সেই মূল এক পরমাত্মার ভজন করুন। এই প্রসঙ্গের উপর পরম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বারংবার জোর দিয়েছেন।

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।।৭।।

অর্জুন! যেরূপ শ্রদ্ধা তিন প্রকার হয়, সেইরূপ পূর্বোক্ত তিন প্রকার লোকের আহারও সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার প্রিয় হয় এবং সেইরূপ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা তিন প্রকার হয়। এদের প্রভেদ তুমি শ্রবণ কর। প্রথমে প্রস্তুত আহার–

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।৮।।

যে সকল আহার আয়ু, বুদ্ধি, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবৃদ্ধি করে এবং সরস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর এবং মনোরম সেইগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে মনোরম, বল, আরোগ্য, বুদ্ধি এবং আয়ুবর্দ্ধক আহার সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিক আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে কোন খাদ্য পদার্থই সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক নয়। গ্রহণ কিভাবে করা হয় সেই অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হয়। দুধ সাত্ত্বিক নয়, পেঁয়াজ রাজসিক নয় এবং রসুনও তামসিক নয়।

যতদূর বল, বুদ্ধি, আরোগ্য এবং মনোরম খাদ্যের প্রশ্ন, তা গোটা বিশ্বে মানুষের নিজ নিজ প্রকৃতি, বাতাবরণ ও পরিস্থিতির অনুকূল বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী প্রিয় হয়। যেমন-বাঙ্গালী ও মাদ্রাজের লোকেদের ভাত প্রিয় এবং পাঞ্জাবীরা রুটি পছন্দ করে। একদিকে আরববাসীরা দুম্বা, চীনারা ব্যাঙ, মেরু-অঞ্চলে মাংস ছাড়া জীবন চলে না। রুশ ও মঙ্গোলিয়ার আদিবাসী খাদ্যে ঘোড়ার প্রয়োগ করে, ইউরোপবাসী গরু ও শুকর দু-ই খায়, তবুও বিদ্যা, বুদ্ধি-বিকাশ এবং উন্নতিতে আমেরিকা ও ইউরোপবাসী প্রথম শ্রেণীর বলে গন্য হচ্ছে।

গীতাশাস্ত্রের অনুসারে সরস, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর ভোজ্য পদার্থ সাত্ত্বিক। দীর্ঘ আয়ু, অনুকূল, বল-বুদ্ধিবর্দ্ধক, আরোগ্যবর্দ্ধক পদার্থ সাত্ত্বিক। যে ভোজ্য পদার্থে চিত্ত তৃপ্ত হয় সেই খাদ্যকে সাত্ত্বিক বলা হয়। অতএব কোন খাদ্য পদার্থ কম-বেশী করার প্রয়োজন নেই। পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং দেশকালের অনুসারে যে খাদ্য বস্তু প্রিয় এবং জীবনীশক্তি প্রদান করে, সেই খাদ্যবস্তুই সাত্ত্বিক। কোন খাদ্য পদার্থ সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক নয়, গ্রহণ কিভাবে করা হয় সেই অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হয়।

এই অনুকূলনের জন্য যাঁরা ঘর-পরিবার ত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরের আরাধনাতে লিপ্ত, সন্ন্যাস আশ্রমে আছেন, তাঁদের জন্য মাংস-মদিরা ত্যাজ্য; কারণ অনুভবে দেখা গেছে যে, এই সকল পদার্থ আধ্যাত্মিক মার্গের বিপরীত মনোভাব উৎপন্ন করতে সাহায্য করে, অতএব এই সমস্ত ব্যবহার করলে সাধন-পথ থেকে ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। যাঁরা নির্জনে বাস করেন বৈরাগ্যযুক্ত, তাঁদের জন্য

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে এক খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করেছেন যে, 'যুক্তাহার বিহারস্য' এটি মনে রেখে আচরণ করা উচিত। খাদ্য গ্রহণ ততটাই করা উচিত, যতটা (যা) আরাধনাতে সহায়ক।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।।৯।।

তিক্ত, অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, শুষ্ক, প্রদাহকর এবং দুঃখ, চিন্তা ও রোগ সৃষ্টি করে যে সকল আহার রাজসিকগণের প্রিয় হয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।।১০।।

যে আহার ঘন্টা পূর্বে পাক করা হয়েছে, '**গতরসং**'–রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট (এঁটো) এবং অপবিত্র, সেই আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়। প্রশ্নটি এখানেই সম্পূর্ণ হল। এখন প্রস্তুত 'যজ্ঞ'–

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।।১১।।

যে যজ্ঞ '**বিধিদৃষ্ট**'–শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত করা হয়েছে। (যেমন তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞের নাম মাত্র নিয়েছেন, চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞের স্বরূপ বলেছেন যে, বহুযোগী প্রাণকে অপানে, অপানকে প্রাণে আহুতি দেন। প্রাণ-অপানের গতি নিরুদ্ধ করে প্রাণের গতি স্থির করেন, সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন। এইভাবে যজ্ঞের চৌদ্দটি সোপান সম্বন্ধে বলেছেন, যেগুলি ব্রহ্মকে লাভ করার একটাই ক্রিয়ার উঁচু-নীচু অবস্থা-বিশেষ। সংক্ষেপে যজ্ঞ চিন্তন বিশেষের প্রক্রিয়ার বর্ণনা, যার পরিণাম সনাতন ব্রহ্মে স্থিতিলাভ হয়। এই শাস্ত্রে যার বিধান দেওয়া হয়েছে।) সেই শাস্ত্র-বিধানের উপর পুনরায় জোর দিলেন যে, অর্জুন! শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত, যার আচরণ কর্তব্য এবং যা মনকে নিরুদ্ধ করে, যার আচরণ ফলাকাঙ্ক্ষাশূণ্য পুরুষগণ করেন, সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।।১২।।

হে অর্জুন! যে যজ্ঞ কেবল দম্ভপ্রকাশের জন্যই অথবা ফলকামনা করে অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে। রাজসকর্তা যজ্ঞের বিধি সম্বন্ধে অবগত; কিন্তু দম্ভপ্রকাশ অথবা ফলকামনা করে অনুষ্ঠিত হয় যে, অমুক বস্তুলাভ হবে এবং লোকে বলবে যে যজ্ঞ করে, প্রশংসা করবে, এইরূপ যজ্ঞকর্তা রাজসিক হয়। এখন তামসিক যজ্ঞের স্বরূপ বলেছেন–

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।।১৩।।

যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধিবর্জিত, যা অন্নের (পরমাত্মার) সৃষ্টি করতে অসমর্থ, মনের অন্তরালে নিরুদ্ধ করার ক্ষমতাশূণ্য, দক্ষিণাবিহীন অর্থাৎ সর্বস্বের সমর্পণরহিত এবং শ্রদ্ধারহিত, এইরূপ যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়। এইরূপ ব্যক্তিগণ বাস্তবিক যজ্ঞ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এখন প্রস্তুত তপস্যা–

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।।১৪।।

পরমদেব পরমাত্মা, দ্বৈতভাব জয়কর্তা দ্বিজ, সদ্‌গুরু এবং জ্ঞানীগণের পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা–এইগুলিকে কায়িক তপস্যা বলে। দেহ সর্বদা বাসনাভিমুখে ধাবিত, একে অন্তঃকরণের উপর্যুক্ত বৃত্তির অনুরূপ গড়ে তোলাই কায়িক তপস্যা।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।।১৫।।

অনুদ্বেগকর, প্রিয়, হিতকর এবং সত্যবচন ও পরমাত্মায় স্থিতি প্রদান করে যে শাস্ত্রগুলি, সেই শাস্ত্ররে চিন্তনের, নামজপকে বাচিক তপস্যা বলে। বাণী বিষয়োন্মুখ বিচারগুলিকেও ব্যক্ত করে থাকে। একে সেদিক থেকে সংযম করে পরমসত্য পরমাত্মার চিন্তনে নিযুক্ত করাকে বাচিক তপস্যা বলে। এখন মানসিক তপস্যা দেখুন–

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে।।১৬।।

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মৌন অর্থাৎ ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য বিষয়ের স্মরণও যেন না আসে, মনের নিরোধ, অন্তঃকরণের পবিত্রতা—এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলা হয়। উপর্যুক্ত তিনটি (কায়িক, বাচিক ও মানসিক) যে তপস্যা করেন, তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।।১৭।।

ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ পরমশ্রদ্ধাসহকারে পূর্বোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে তপস্যা করেন, তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। এখন প্রস্তুত রাজসিক তপস্যা—

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।।১৮।।

সৎকার, সম্মান ও পূজা পাবার আশায় অথবা দম্ভপূর্বক যে তপস্যা করা হয়, সেই অনিশ্চিত এবং ক্ষণিক ফলবিশিষ্ট তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলে।

মূঢগ্রাহেণাত্মনো যৎপীডয়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্।।১৯।।

যে তপস্যা মুর্খতাপূর্বক আগ্রহ দ্বারা, মন, বাণী ও দেহকে কষ্ট দিয়ে অথবা অপরের অনিষ্টের জন্য করা হয়, তাকে তামসিক তপস্যা বলে।

এইরূপ সাত্ত্বিক তপস্যাতে দেহ, মন ও বাণীকে ইষ্টের অনুরূপ তৈরী করা হয়। রাজসিক তপস্যাতে ক্রিয়া সেই একই; কিন্তু দম্ভমান সম্মানের ইচ্ছা নিয়ে তপস্যা করেন। প্রায়ই মহাত্মাগণ গৃহত্যাগ করার পরেও এই বিকারের শিকার হন এবং তামসিক তপস্যা অবিধিপূর্বক সম্পাদন হয়, পরপীড়নের জন্য করা হয়। এখন প্রস্তুত দান—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০।।

‘দান করা কর্তব্য’—এইভাবে প্রত্যুপকারের আশা না করে স্থান, কাল ও উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলে।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।

দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।।২১।।

যে দান অনিচ্ছাসত্ত্বে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে দান করা হয়) এবং প্রত্যুপকারের আশায় 'এই করলে এই ফললাভ হবে' অথবা ফললাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে রাজসিক দান বলে।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।

অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।।২২।।

অশুচিস্থানে, অশুভসময়ে ও অযোগ্য পাত্রে অবজ্ঞাপূর্বক ও সৎকাররহিত যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলে। 'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন–'হো, কুপাত্রে দান করলে দাতা নষ্ট হয়ে যায়।' সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও বলছেন যে, দান করাই কর্তব্য। পুণ্যস্থানে, শুভসময়ে ও উপযুক্ত পাত্রে প্রত্যুপকারের আশা না করে যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলে। অনিচ্ছাসত্ত্বে, ফললাভের উদ্দেশ্যে যে দান করা হয়, তাকে রাজসিক দান বলে এবং সৎকাররহিত, তিরস্কারপূর্বক প্রতিকূল স্থানে, সময়ে, কুপাত্রে যে দান করা হয়, তাকে তামসিক বলে, পরন্তু সেটাও দান। যিনি দেহ-গেহ ইত্যাদির আসক্তি ত্যাগ করে একমাত্র ইষ্টের উপর নির্ভরশীল, তাঁর জন্য দানের বিধান এর থেকে আরও উন্নত এবং তা হল সর্বস্বের সমর্পণ, সম্পূর্ণভাবে বাসনামুক্ত হয়ে মন সমর্পণ, যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–'**ময্যেব মন আধৎস্ব।**' অতএব দান করা নিতান্ত আবশ্যক। এখন প্রস্তুত ওঁ, তৎ ও সৎ-এর স্বরূপ–

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।।২৩।।

অর্জুন! ওঁ, তৎ ও সৎ–এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম '**ব্রহ্মণঃ নির্দেশঃ স্মৃতঃ**'–ব্রহ্মের নির্দেশ করে, স্মরণ করিয়ে দেয়, সঙ্কেত প্রদান করে এবং যা হল ব্রহ্মের পরিচায়ক। তার থেকেই '**পুরা**'–পূর্বকালে (আরম্ভে) ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ এবং বেদ ওঁ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এগুলি যোগজাত। ওঁ-এর সতত চিন্তন দ্বারাই এদের উৎপত্তি হয়, আর কোন পথ নেই।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।।২৪।।

এইজন্য ওঁ এই ব্রহ্মবাচক প্রথম শব্দ উচ্চারণ করে পুরুষগণ শাস্ত্র-বিধান অনুযায়ী যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্মঅনুষ্ঠান করেন, যারফলে সেই ব্রহ্মের স্মরণ হয়ে আসে। এখন 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ বলছেন—

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।২৫।।

'তৎ' অর্থাৎ সেই (পরমাত্মা-ই) সর্বত্র ব্যাপ্ত, এইভাবে তৎ ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে শাস্ত্রদ্বারা নির্দিষ্ট নানা প্রকার যজ্ঞ তপদানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তৎ শব্দটি পরমাত্মার প্রতি সমর্পণসূচক। অর্থাৎ ওঁ জপ করুন, যজ্ঞ, দান ও তপাদি কর্ম তাঁর উপর নির্ভর হয়ে করে যান। এখন সৎ-এর প্রয়োগ সম্বন্ধে বলছেন—

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎপ্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।।২৬।।

এবং সৎ; যোগেশ্বর বলছেন যে সৎ কি? গীতাশাস্ত্রে শুরুতেই অর্জুন বলেছিলেন যে কুলধর্মই শাশ্বত, সত্য, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—অর্জুন! এই অজ্ঞান তোমার কোত্থেকে উৎপন্ন হল? সৎ বস্তুর তিনকালে অভাব নেই, তার বিনাশ সম্ভব নয় এবং অসৎ বস্তুর তিনকালে অস্তিত্ব নেই, তাকে নিরস্ত করা যায় না। বস্তুতঃ সেটি কোন্ বস্তু, যার তিনকালে অভাব নেই? সেই অসৎ বস্তুই বা কি, যার অস্তিত্ব নেই? উত্তরে বললেন—এই আত্মাই সত্য এবং ভূতাদির দেহ নাশবান্। আত্মা সনাতন, অব্যক্ত, শাশ্বত এবং অমৃতস্বরূপ। এই হল পরমসত্য।

এখানে বলছেন, 'সৎ' এইরূপ পরমাত্মার এই নাম '**সদ্ভাবে**'— সত্যভাবে ও সাধুভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং হে পার্থ! যখন নিয়ত কর্ম সাঙ্গোপাঙ্গ, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তখন সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। সৎ-এর অর্থ এই নয় যে, এই সমস্ত বস্তু আমার। যখন দেহটাই আমার নয়, তখন এর ব্যবহার্য বস্তুগুলি কি করে আমার হতে পারে? একে সৎ বলা যেতে পারে না। সৎ-এর প্রয়োগ কেবল একদিশাতে

করা হয়—সদ্ভাবে। আত্মাই পরমসত্য। সেখানে সত্যের প্রতি ভাব, তাঁকে জানার জন্য সাধুভাব এবং তাঁর প্রাপ্তির কর্ম প্রশস্ত ভাবে হতে থাকে, সেখানেই সৎ শব্দের প্রয়োগ করা হয়। এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর আরও বলছেন—

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে।।২৭।।

যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে যে স্থিতিলাভ হয়, তাও সৎরূপে নির্দিষ্ট হয়। '**তদর্থীয়ং**'— ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাও সৎ নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ সেই পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্মই সৎ। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই কর্মেরই পূরক। শেষে নির্ণয় করে বলছেন, এই সকলের জন্য শ্রদ্ধা প্রয়োজন।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ।।২৮।।

হে পার্থ! শ্রদ্ধাশূণ্য হয়ে যে যজ্ঞ, যে দান, যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং যা কিছু করা হয়, তা অসৎ। এই সকল যজ্ঞাদি ইহলোক এবং পরলোকে নিষ্ফল হয়। অতএব সমর্পণের সঙ্গে শ্রদ্ধা নিতান্ত আবশ্যক।

নিষ্কর্ষ —

অধ্যায়ের শুরুতেই অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবন্! যারা শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করে এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যজ্ঞ করে (লোকে ভূত-ভবানী অন্যান্যের পূজা করতেই থাকে) তাদের শ্রদ্ধা কিরূপ? সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন! এই পুরুষ শ্রদ্ধাবান্, শ্রদ্ধার প্রতিমূর্তি। তার শ্রদ্ধা অবশ্যই কোথাও স্থির আছে। শ্রদ্ধা যেরূপ পুরুষ সেইরূপ হয়, বৃত্তির অনুরূপ পুরুষ হয়। তাদের সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনপ্রকার হয়। সাত্ত্বিক পুরুষগণ দেবতাগণের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ (যিনি যশ, শৌর্য্য প্রদান করবেন), রাক্ষসগণের (যিনি সুরক্ষা প্রদান করবেন) পূজা করেন এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত, প্রেতাদির পূজা করেন। শাস্ত্র বিরুদ্ধে এইরূপ পূজা দ্বারা, এই তিন প্রকার শ্রদ্ধালুগণ দেহস্থ ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং হৃদয়-দেশে অবস্থিত

আমাকে (অন্তর্যামীকে) কৃশ করে, তাদের অসুর বলে জানবে অর্থাৎ ভূত, প্রেত, যক্ষ,রাক্ষস এবং দেবতাগণের পূজকগণ অসুর।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে দেবতা- প্রসঙ্গ তৃতীয়বার তুলেছেন। প্রথমে সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে- অর্জুন ! কামনা দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত, সেই মূঢ়গণ অন্য দেবতাগণের পূজা করে। দ্বিতীয়বার নবম অধ্যায়ে সেই প্রশ্ন সম্বন্ধেই পুনরায় বললেন- যারা অন্য দেবগণের পূজা করে, তারা আমাকেই পূজা করে; কিন্তু তাদের সেই পূজা অবিধিপূর্বক অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব তা নষ্ট হয়। এখানে সপ্তদশ অধ্যায়ে বলেছেন, তারা আসুরিক বুদ্ধিবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমাত্মার পূজার বিধান দিয়েছেন।

এর পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ চারটি প্রশ্ন তুলেছেন– আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান। আহার তিন প্রকারের হয়। সাত্ত্বিক পুরুষের আরোগ্য প্রদানকারী, মনোহর, স্নিগ্ধ আহার প্রিয় হয়। রাজসিক পুরুসের তিক্ত, অম্ল, অতি লবণাক্ত, উষ্ণ, মুখরোচক, মশলাযুক্ত রোগবর্দ্ধক আহার প্রিয় হয়। উচ্ছিষ্ট, বাসি ও অপবিত্র আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্দিষ্ট যজ্ঞ (যা আরাধনার অন্তঃক্রিয়া) যা মনকে নিরুদ্ধ করে, ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক। ফলকামনা করে দম্ভ প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলা হয়। শাস্ত্রবিধি বর্জিত, মন্ত্র, দান ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

পরমদেব পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করতে যিনি সক্ষম, সেই প্রাজ্ঞ সদ্‌গুরুর সেবা-অর্চনা এবং অন্তঃকরণ থেকে অহিংসা, ব্রহ্মচর্য এবং পবিত্রতার অনুরূপ দেহ গড়ে তোলাই শারীরিক তপস্যা। সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্যকে বাচিক তপস্যা বলে এবং মনকে কর্মে প্রবৃত্ত রাখা, ইষ্ট ব্যতীত বিষয়সমূহের চিন্তনে মনকে শান্ত রাখা–এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে। মন, বাণী ও দেহ তিনটি এক করে তপস্যাতে নিযুক্ত করাই সাত্ত্বিক তপস্যা। রাজসিক তপস্যাতে কামনা করে সেই কর্মই অনুষ্ঠিত হয়, শাস্ত্রবিধিরহিত স্বেচ্ছাচারযুক্ত আচরণকে তামসিক তপস্যা বলা হয়।

কর্তব্য মনে করে, দেশ, কাল ও পাত্রের বিচার করে শ্রদ্ধাপূর্বক যে দান করা হয় তা সাত্ত্বিক দান। ফললাভের উদ্দেশ্যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে দান করা হয় তা রাজসিক দান এবং তিরস্কার করে কুপাত্রে যে দান করা হয়, তা তামসিক দান।

ওঁ, তৎ, সৎ-এর স্বরূপ বলবার পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই নাম পরমাত্মার স্মৃতি প্রদান করে। শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত তপস্যা, দান ও যজ্ঞ শুরু করার সময় ওঁ-এর প্রয়োগ হয়, ও সাধনা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনই শান্ত হয়। তৎ-এর অর্থ পরমাত্মা, তাঁর প্রতি সমর্পণের ভাব থাকলেই সেই কর্ম অনুষ্ঠিত হয় যখন নিরন্তর কর্ম হতে থাকে, তখন সৎ-এর প্রয়োগ করা হয়। ভজনই সৎ। সত্যের প্রতি ভাব ও সাধুভাব-এর মধ্যেই সৎ-এর প্রয়োগ করা হয়। পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য কর্ম, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার পরিণামেও সৎ-এর প্রয়োগ করা হয় এবং যে কর্ম পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করে সেই কর্ম নিশ্চয়ই সৎ; কিন্তু এতে শ্রদ্ধা নিতান্ত আবশ্যক। শ্রদ্ধাশূণ্য হয়ে যে দান, যে কর্ম, যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তা ইহলোকে এবং পরলোকেও নিষ্ফল হয়। অতএব শ্রদ্ধা অপরিহার্য।

সম্পূর্ণ অধ্যায়ে শ্রদ্ধার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং শেষে ওঁ, তৎ এবং সৎ-এর বিশদ ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা হয়েছে, যার উল্লেখ প্রথমবার করা হয়েছে। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'ওঁ তৎসৎ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো' নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।।১৭।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'ওঁ তৎসৎ শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ' নামক সপ্তদশ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'ওঁ তৎসৎশ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো' নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।।১৭।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'ওঁ তৎসৎ শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ' নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।